227958 - দানরে নকেী কখন গুণতিক হারে বৃদ্ধি করা হয়? দান কি দ্রুত দয়িে ফলেবে?

প্রশ্ন

দানরে নকেী পরপিূর্ণ ও গুণতিক হারে পাওয়ার সর্বোত্তম উপায় কোনটি? যমেন: কউে যদি ত্রশি পাউন্ড দান করতে চায় তাহলে পুরোটা এক দফায় দান করা উত্তম? নাকি এভাবে বণ্টন করবে যে পুরো মাস জুড়ে প্রতদিনি এক পাউন্ড করে দান করবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

দানরে নকেী বশেি ও গুণতিক হারে কয়কেটি অবস্থায় বাড়ানো হয়। যমেন:

১. যদি গোপনে দান করা হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তকিে সইে দনিে তাঁর (আরশরে) ছায়া দান করবনে যদেনি তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না: (তারা হল) ... সইে ব্যক্তি যে দান করে গোপন রাখে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে তার বাম হাত পর্যন্তও তা জানতে পারে না।”[হাদীসটি বুখারী (১৪২৩) বর্ণনা করনে]

২. যদি দরদ্রি ব্যক্তরি প্রয়োজন তীব্র আকার ধারণ করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বোত্তম আমল হলো কোনো মুসলমিরে মনে আনন্দ প্রবশে করানো অথবা তার বপিদ দূর করা অথবা তার ঋণ পরশিোধ করা অথবা তার ক্ষুধা দূর করা।”[হাদীসটি ত্বাবারানী তার ‘আল-কাবীর’ (১৩৬৪৬) গ্রন্থে বর্ণনা করনে আর শাইখ আলবানী এটকিে হাসান বলে গণ্য করনে]

দখেুন (75406) নং প্রশ্নরে উত্তর।

৩. অর্থ সঞ্চয় হলইে দ্রুত দান করা কংিবা মৃত্যু মুমূর্ষু অবস্থার আসার আগইে দান করা।

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে এসে বলল: ‘হে আল্লাহর

রাসূল! কোন দান নকেীর দকি দয়িে বড়?' তনিি বললনে: "এমন অবস্থায় দান করা (বৃহত্তম নকেীর কাজ) যখন তুমি সুস্থ, অন্তরে অর্থরে লোভ আছ, তুমি দরদ্রিতার ভয় কর এবং ধন-দৌলতরে আশা কর। তুমি দান করতে গয়িে এতটা বলিম্ব করো না য, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হব, তখন বলব: 'অমুকরে জন্য এত, অমুকরে জন্য এত। অথচ তা অমুকরে (উত্তরাধকিারীর) হয়ইে গছে।"[হাদীসটি বুখারী (১৪১৯) বর্ণনা করনে]

৪. যদি নকিটাত্মীয়কে দান করা হয়। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছন্নিকারীর প্রতি হলে এর নকেী আরও বৃদ্ধি পায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "সর্বোত্তম দান হলো শত্রুভাবাপন্ন নকিটাত্মীয়রে প্রতি দান করা।"[হাদীসটি আহমদ (২৩৫৩০) বর্ণনা করনে আর শাইখ আলবানী সহহি বলে গণ্য করনে]

দখেুন (21810) নং প্রশ্নরে উত্তর।

৫. যদি নজিরে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বওে দান করা এবং নজিরে উপর অন্যকে প্রাধান্য দয়ো। তবে শর্ত হলো তার উপর যাদরে ভরণ-পোষণরে দায়ত্বি রয়ছেে তারা ক্ষতগ্রিস্ত না হওয়া। অবশ্য তারাও যদি রাজী থাকে তাহলে বধৈ হব।

আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"(যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদরে জন্যও) যারা এই মুহাজরিদরে আগে এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করছেে ও ঈমান এনছে (অর্থাৎ আনসারদরে জন্যও)। তাদরে কাছে যারা হজিরত করে এসছেে তারা তাদরেকে ভালোবাস; তাদরেকে যা দওেয়া হয়ছেে তার জন্য তারা অন্তরে কোনো চাহদিা পোষণ করে না এবং নজিরো অভাবগ্রস্ত হলওে নজিদেরে উপর (তাদরেকে) অগ্রাধকিার দয়ে। আর যাদরেকে মনরে কার্পণ্য থকেে মুক্ত রাখা হয়ছেে তারাই সফলকাম।"[সূরা হাশর: ৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "ব্যক্তরি পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথষ্টে য, স যাদরে জীবকিার ব্যাপারে দায়ত্বিশীল তাদরে জীবকিার ব্যবস্থা করে না।"[হাদীসটি আবু দাউদ (১৬৯২) বর্ণনা করনে আর শাইখ আলবানী এটকিে হাসান বলনে। সহহি মুসলমি (৯৯৬) অনুরূপ বর্ণতি আছ]

বাগাভী শরহুস সুন্নাহ (৯/৩৪২) গ্রন্থে বলনে: 'উক্ত হাদীসে তুলে ধরা হয়ছেে য কোনো ব্যক্তরি জন্য নকেীর আশায় এমন কছিু দান করা সমীচীন নয় যা তার পরবিাররে ভরণ-পোষণরে অতরিক্তি নয়। কনেনা তাহলে এটি পাপে পরণিত হব।'[সমাপ্ত]

৬. যদি মর্যাদাপূর্ণ সময় ও স্থানে দান করা হয়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে দানশীল মানুষ। আর রমযান মাসে তিনি সর্বাধিক বদান্য হতেন।'[হাদীসটি বুখারী (৬) বর্ণনা করেন]

৭. যদি সাধারণ মুসলিমদের উপর দানের প্রভাব ব্যাপক হয়। যেমন: আল্লাহর রাস্তায় দান করা।

আবু উমামা (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সর্বোত্তম দান হলো: আল্লাহর রাস্তায় তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া (যার দ্বারা মুজাহিদ উপকৃত হয়)। আর আল্লাহর রাস্তায় কোনো খাদেম দান করা (যার দ্বারা মুজাহিদ সেবা গ্রহণ করে)। কিংবা আল্লাহর রাস্তায় (গর্ভধারণের উপযুক্ত হৃষ্টপুষ্ট) উটনী দান করা, (যার দুধ দ্বারা মুজাহিদ উপকৃত হয়)।"[হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেন আর শাইখ আলবানী (১৬২৭) এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: সর্বোত্তম দান কী? তিনি উত্তর দেন: "পানি পান করানো।"[হাদীসটি নাসাঈ (৩৬৬৪) বর্ণনা করেন আর শাইখ আলবানী এটিকে হাসান বলেন]

মুনাওয়ীর 'ফাইযুল কাদীর' গ্রন্থে (২/৩৭) এসেছে: ত্বীবী বলেন: এটি সর্বোত্তম হওয়ার কারণ হলো দ্বীনী ও দুনিয়াবী নেকীর ক্ষেত্রে এর উপকার সবচেয়ে ব্যাপক।... [সমাপ্ত]

৮. একই ধরনের জোড়া বস্তু দান করা।

"যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া বস্তু ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের সব দরজা হতে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটা ভালো।"[হাদীসটি বুখারী (১৮৯৭) বর্ণনা করেন]

৯. যদি দানের সাথে রোযা রাখা, জানাযায় উপস্থিতি হওয়া ও অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া একত্রিত হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই চারটির প্রসঙ্গে বলেন: "কোনো ব্যক্তির মাঝে এই চারটি একত্রিত হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[হাদীসটি মুসলিম (১০২৮) বর্ণনা করেন]

১০. মুত্তাকী আলেমের দান।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "দুনিয়া চার প্রকার লোকের জন্য: (১) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামের) জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে, এর মাধ্যমে নিজের আত্মীয়তা বজায় রাখে। আর এতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা সে বুঝে (এবং আদায় করে)। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে।"[হাদীসটি তিরমিযী (২৩২৫) বর্ণনা করেন আর শাইখ আলবানী এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

১১. যদি দানের সম্পদটি এর মালিকের প্রিয় বস্তু হয়ে থাকে।

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িযা আল-কুয়াইতয়িযা (২৬/৩৩৬) বইয়ে আছে:

‘দান করার ক্ষত্রেে মুস্তাহাব হলো দানকৃত সম্পদ হবে দানকারীর সবচয়েে প্রয়ি ও পছন্দনীয় সম্পদ। আল্লাহ তাআলা বলনে:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“যতক্ষণ না তোমেরা তোমোদরে পছন্দরে জনিসি থকেে ব্যয় করবে ততক্ষণ তোমেরা পুণ্যরে নাগাল পাবে না। আর তোমেরা যা কছিু ব্যয় করো আল্লাহ তা ভালো করে জাননে।”[সূরা আলে-ইমরান: ৯২]

কুরতুবী বলনে: সালাফ রাদয়িাল্লাহু আনহুম কোনো কছিু ভালোবাসলে সটোকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতনে।[সমাপ্ত]

১২. পরবিাররে জন্য খরচ করা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করলে, এক দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যয় করলে, এক দীনার কোনো মসিকীনকে দান করলে, আর এক দীনার তুমি পরবিার পরজিনরে জন্য ব্যয় করলে। এ সবরে মধ্যে ঐ দীনাররে নকেী বশেি যটেি তুমি পরবিার-পরজিনরে জন্য ব্যয় করবে।”[হাদীসটি মুসলমি (৯৯৫) বর্ণনা করনে]

১৩. শরীয়ত প্রণতো যে বষিয়টরি স্থান ও সময় নর্িধারণ করে দয়িছেনে। যমেন: কুরবানী করা। এটি কুরবানীর মূল্য দান করার চয়েে উত্তম।

১৪. যদি দানরে নকেী মৃত্যুর পরওে জারি থাকে, যদওি তা কম হয়ে থাকে। কারণ বস্তু যদি চলমান থাকে, তাহলে তা পরমিাণে বপিুল হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “বান্দা মারা যাবার সাথে সাথে তার আমল বন্ধ হয়ে যায, কবেল তনিটি আমল ছাড়া: (১) সদকায়ে জারয়িা তথা প্রবহমান দান, (২) উপকারী জ্ঞান এবং (৩) সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”[হাদীসটি মুসলমি (১৬৩১) বর্ণনা করনে]

১৫.

দুই:

ব্যক্তরি জন্য উত্তম হলো সে যা দান করতে চায়, তা দ্রুত দান করে ফলো; যাতে তৎক্ষণাৎ নকেী লাভ করে।

আর দ্রুত দান করলে দুটি বিপদ থকেে সে বঁচেে যাবে:

এক: আমল বন্ধ করে দওেয়া মৃত্যু।

দুই: দান করার প্রত্যয় নষ্ট হয়ে যাওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

“অগ্রগামীরা অগ্রগামীই থাকবে। তারাই হবে নকৈট্যশীল।”[সূরা ওয়াকয়িাহ: ১০-১১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “এতে আমি খুশী নই যে, আমার কাছে এই উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকবে এ অবস্থায় তনি দনি অতবিাহতি হবে (বুখারীর এক বর্ণনায় (৬২৬৮) এসছে: এক রাত অথবা তনি রাত) অথচ তার মাঝ থকেে একটি দীনারও আমার কাছে অবশষ্টি থাকবে। অবশ্য তা থাকবে যা আমি ঋণ আদায়রে জন্য বাকি রাখব অথবা আল্লাহর বান্দাদরে মাঝে এভাবে এভাবে এভাবে ডানে, বামে ও পছিনে খরচ করব।” অতঃপর (কছিুদূর) হটেঁে তনিি বললনে, “প্রাচুর্যরে অধকিারীরাই কয়িামতরে দনি নঃিস্ব হবে। অবশ্য সে নয় যে সম্পদকে (ফোয়ারার মত) এভাবে এভাবে এভাবে ডানে, বামে ও পছিনে ব্যয় করে। কন্তিু এ রকম লোকরে সংখ্যা নহোতই কম।”[হাদীসটি বুখারী (৬৪৪৪) বর্ণনা করনে]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।